বন্যপ্রাণী পর্যটন গাইডলাইন
২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ বৈচিত্র্যময় এবং অনন্য বন্যপ্রাণী সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী পর্যটনের বিকাশে সহায়তা করতে পারে। অভয়ারণ্য, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, জাতীয় উদ্যান, জলাভূমি এবং বনভূমির জীব বৈচিত্র্য এ দেশের প্রধান বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণ। চট্টগ্রাম অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, খুলনা এবং সিলেট বন্যপ্রাণীর জন্য সুপরিচিত এবং দেশের বন্যপ্রাণী পর্যটনের জন্য জনপ্রিয়। যেহেতু বন্যপ্রাণী পর্যটন প্রাকৃতিক পরিবেশে সংঘটিত হয়, অপরিকল্পিত পর্যটন এবং বন্যপ্রাণী সম্পদের অবৈধ ব্যবহার এর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে। বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পর্কিত সঠিক গাইডলাইন বন্যপ্রাণী সম্পদকে পর্যটনের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে। "বন্যপ্রাণী পর্যটন গাইডলাইন" এ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদ চিহ্নিতকরণ, সমৃদ্ধকরণ এবং বন্যপ্রাণী পর্যটনের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও প্রচারের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে।

২. গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

বন্যপ্রাণী পর্যটন : বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদসহ বিভিন্ন বনজ সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে পর্যবেক্ষণ এবং এসব সম্পদের সাথে পর্যটকদের সংশ্লিষ্টতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে (যেমনঃ পর্যটন সাইটে ভ্রমণ করে প্রাণী বা প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা) বন্যপ্রাণী পর্যটন বলে।

বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইট: একটি নির্দিষ্ট স্থান যেখানে বন্যপ্রাণী পর্যটন কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে বা হয়ে থাকে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন: জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বন এলাকা, সামুদ্রিক এলাকা, সুরক্ষিত এলাকা ইত্যাদি)।

৩. বন্যপ্রাণী পর্যটন গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইনের প্রধান উদ্দেশ্য হল দায়িত্বশীল বন্যপ্রাণী পর্যটনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী পর্যটন কার্যক্রমে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং বন্যপ্রাণী পর্যটনকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা। বন্যপ্রাণী পর্যটন গাইডলাইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হলো:

ক. বন্যপ্রাণী পর্যটন বিকাশের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা।
খ. বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের প্রসার করা।
গ. পর্যটকদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণকে উৎসাহিত করা।
ঘ. বন্যপ্রাণী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৪. বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদ চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা সমৃদ্ধ। দেশের প্রায় ২.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত। এ দেশে প্রায় ১৩৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৭১১ প্রজাতির পাখি, ১৭৩ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬৪ প্রজাতির উভচর,

৬৫৩ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ১৮৫ প্রজাতির ক্রাস্টেশিয়ান, ৩২৩ প্রজাতির প্রজাপতি এবং প্রায় ৩,৬১১ প্রজাতির উডি ফ্লোরা (উদ্ভিদ) পাওয়া যায়। দেশের সুরক্ষিত এলাকার (Protected Area) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৭টি জাতীয় উদ্যান, ২১টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (পাখি, প্রাণী বা অন্যান্য প্রজাতির জন্য নিরাপদ স্থান), ২টি বোটানিক্যাল গার্ডেন, ২টি সাফারি পার্ক, ৪টি ইকো পার্ক এবং ১টি সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকা যা বন্যপ্রাণী পর্যটনের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত।

৪.১ ভূমি ও বনভিত্তিক বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণ

ক. বাংলাদেশের প্রধানত চার ধরণের বনাঞ্চলে (গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরহরিৎ, আধা চিরসবুজ বন বা আর্দ্র পর্ণমোচী বন, ম্যানগ্রোভ বন এবং উপকূলীয় বন) ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী।

খ. সুরক্ষিত এলাকাগুলো বেশ কয়েকটি প্রধান প্রজাতি (Flagship Species) (যেমন: রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, এশিয়ান হাতি এবং অলিভ রিফ কচ্ছপ) এবং আরও অনেক বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর অভয়ারণ্য।

৪.২ জলভিত্তিক বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণ

ক. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল গলদা চিংড়ি, কচ্ছপ, সামুদ্রিক শৈবাল, স্পঞ্জ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, কুমির এবং সাপসহ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল। এছাড়াও সুন্দরবনের কাছে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত সোয়চ অব নো গ্রাউন্ড এর সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকা বিভিন্ন ধরনের ডলফিনের আবাসস্থল।

খ. অসংখ্য জলাভূমি (যেমন: নদী, হ্রদ, হাওড়) শীতকালে বিভিন্ন অতিথি পাখির আবাসস্থল এবং খাবারের মূল্যবান উৎসে পরিণত হয়। প্রতি বছর প্রায় ৩০০ প্রজাতির অতিথি পাখি বাংলাদেশে আসে যা অসংখ্য দেশীয় পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

৫. বন্যপ্রাণী পর্যটন বিকাশের উপায়

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য বন বিভাগের সাথে সমন্বয় অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে, বন্যপ্রাণী পর্যটনকে বিভিন্ন উপায়ে সমুন্নত এবং পৃষ্ঠপোষকতা করা যেতে পারে:

ক. বন্যপ্রাণী পর্যটন বিকাশের জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলো চিহ্নিত করা।
খ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটগুলোতে বিভিন্ন পর্যটন সুবিধার (যেমন: বিশ্রামাগার, টয়লেট, কফি কর্নার, স্যুভেনির সপ এবং পর্যটন তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা।
গ. প্রয়োজনীয় ডাটাবেস তৈরি এবং মূল্যবান তথ্য প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদের গবেষণা ও বিকাশে সহায়তা করা।

ঘ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঙ. বিভিন্ন বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটে ট্যুরিস্ট পুলিশের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদেশী পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চ. প্রফেশোনাল নেচার গাইড এবং ইনডিজিনাস গাইড তৈরি করা এবং প্রশিক্ষিত করা।

ছ. স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং বিশেষ বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটের (যেমন: সুরক্ষিত এলাকা) ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইডদের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

জ. পর্যটকদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা এবং সাইট পরিদর্শন করার সময় তাদের বিশেষভাবে বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে তথ্যবহুল ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৬. বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী পর্যটনের মূলকথা হচ্ছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য প্রসার করা এবং প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা। প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন বন্যপ্রাণী পর্যটন গাইডলাইন সফলভাবে বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি। এই ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন:

৬.১ বন্যপ্রাণী পর্যটন স্থানের উন্নয়ন

ক. বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটগুলোতে পর্যটন অবকাঠামো অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব এবং সর্বনিম্ন নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী স্থাপত্য (যেমন: সৌরশক্তি, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) হওয়া আবশ্যক।

খ. বন্যপ্রাণী আবাসস্থল বা সংরক্ষিত এলাকার ৫ কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত পর্যটন সুবিধা প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা ‘বাংলাদেশ পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৯৫’ এর অধীনস্ত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণবিহীন নিয়ম এবং প্রচলিত অন্যান্য আইন প্রতিপালন করা।

গ. পর্যটকদের বন্যপ্রাণী পর্যটন এলাকা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং সচেতন করার জন্য যথাযথ সাইনবোর্ড ব্যবহার করা(যেমন: বন্যপ্রাণী পর্যটন এলাকায় করণীয় এবং বর্জণীয়সমূহ অবশ্যই উপযুক্ত দৃশ্যমান সাইনপোস্ট প্রদান করা)।

ঘ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইট পরিদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করা, যেমন: বন্যপ্রাণী এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা। এছাড়া নিয়ম-কানুন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা।

ঙ. প্রতিটি বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটের পরিচালনাকারীদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অথবা বার্ষিক পরিচালনা পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নিজস্ব পর্যটন পরিকল্পনা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে যথাযথভাবে অনুমোদন গ্রহণ করা।

চ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে বন্যপ্রাণী পর্যটন উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করা, এ বিষয়ে MOU করা।

৬.২ পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি

ক. পর্যটকদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণ (যেমন: পশু-পাখিদের ক্ষতি বা বিরক্ত না করা) নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট কিছু বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটের ট্যুর অবশ্যই দক্ষ ট্যুরগাইড দ্বারা পরিচালনা করা।

খ. একটি বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পর্যটন সুবিধাগুলো অবশ্যই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা 'শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬' এর অধীনে শব্দ দূষণের নিয়ম আবশ্যিকভাবে মেনে চলা।

গ. বিভিন্ন বন্যপ্রাণী পর্যটন এলাকায় পর্যটনের জন্য ব্যবহার এবং পর্যটন বহির্ভূত ব্যবহারের ভারসাম্য রক্ষার জন্য 'সাইট জোনিং' পদ্ধতি ব্যবহার করা, যাতে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সম্ভাব্য মতবিরোধ এড়ানো যায়।

ঘ. পর্যটকরা যা জানতে চায় সে বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ধারণা প্রদান করার জন্য ট্যুরগাইডদের আবশ্যিকভাবে স্থানীয় সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং সাইট ভ্রমণের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখা।

ঙ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৬.৩ বিরূপ প্রভাব প্রশমন

ক. স্থানীয় জনগণের (যারা বনভূমির পাশে বাস করে) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বনভূমি সংরক্ষণের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সুবিধার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করা।

খ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটে যে কোনো অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদের (যেমন: উদ্ভিদ প্রজাতি, প্রাণী প্রজাতি) সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং দাফন, পোড়ানো, অপচনশীল বা বিষাক্ত বর্জ্য নিষ্কাশন কার্যক্রমসমূহ অবশ্যিক ভাবে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (আইন নং XXX, ২০১২)'মেনে চলা। এই নিয়মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রমের জন্য জরিমানা নির্ধারণ করা।

গ. বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণসমূহের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে ভঙ্গুর স্থান সনাক্ত করা।

ঘ. পর্যটন আকর্ষণসমূহে ধারণক্ষমতার (Carrying Capacity) উপর ভিত্তি করে বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটগুলোতে নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা। ভঙ্গুর সাইটগুলোর 'পর্যটন ধারণক্ষমতা' তিনটি স্তরে মূল্যায়ন করা: ১) ফিজিক্যাল ক্যারিং ক্যাপাসিটি (Physical Carrying Capacity); ২) রিয়েল ক্যারিং ক্যাপাসিটি (Real Carrying Capacity); ৩) ইফেক্টিভ ক্যারিং ক্যাপাসিটি (Effective Carrying Capacity)। বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটগুলিতে যানবাহন প্রবেশের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

ঙ. ভঙ্গুর সাইটগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যটকদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা (যেমন: প্রবেশ মূল্য নির্ধারণ, ভ্রমণের সময় নিয়ন্ত্রণ) গ্রহণ করা।

৬.৪ পর্যটকদের সচেতনতা বৃদ্ধি

বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পর্কে পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের আচরণ পরিবর্তন করা যায়। এ জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যকঃ

ক. কোন বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইট পরিদর্শন করার সময় ঐ স্থানের পরিবেশকে সম্মান করা

খ. বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত না করে ছবি তোলা (যেমন: ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার না করা)।

গ. পবিত্র স্থান সংলগ্ন বন্যপ্রাণী সাইট পরিদর্শন করার সময় মৌনতা পালন করা এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে সম্মান করা।

ঘ. বন্য প্রাণীদের দেখার সময় তাদের বিরক্ত না করা।

ঙ. বন্য প্রাণী দেখার সময় অবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখা।

চ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটগুলোতে যথাযথভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।

ছ. বন্যপ্রাণী এলাকায় যন্ত্রচালিত যানবাহন চালানোর সময় গতির সীমা বজায় রাখা এবং হর্ন ব্যবহার না করা যা প্রাণীদের ভয়ের কারণ হতে পারে।

জ. বন্যপ্রাণী বিচরণ ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে কথা না বলা বা সঙ্গীত ও মিউজিক ব্যবহার না করা।

ঝ. বন্য পশুদের নিকটে যাওয়া বা খাওয়ানো থেকে বিরত থাকা।

ঞ. বন্যপ্রাণী পর্যটন স্থানের অভ্যন্তরে আগুন জ্বালানো এবং ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা।

ট. কোনো দাহ্য পদার্থ বহন করা থেকে বিরত থাকা। ।

৭. বন্যপ্রাণী পর্যটনের বিপণন ও প্রচার

বাংলাদেশকে একটি অনন্য বন্যপ্রাণী পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীত করার জন্য নিম্নবর্ণিত পন্থা অবলম্বন করা:

ক. বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণকে যথাযথভাবে প্রচার করতে ট্যুর অপারেটর এবং ট্রাভেল এজেন্সিগুলো 'ডিরেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের' ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ওয়েবসাইট, ট্রাভেল এজেন্সির অনলাইন সেবা ও অনলাইন ট্যুর অপারেটররা 'ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল' হিসেবে কাজ করতে পারে।

খ. বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদ, বন্যপ্রাণী এলাকা, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বন্যপ্রাণী পর্যটন এলাকার সুবিধা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করে একটি ব্যবহার উপযোগী ওয়েবসাইট তৈরি করা।

গ. বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সাংবাদিক এবং ভ্রমণ ব্লগারদের জন্য পরিচিতিমূলক ট্যুর আয়োজন করা।

ঘ. সরকার ও জাতীয় পর্যটন সংস্থা (যেমন: বিপিসি, বিটিবি) জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বন্যপ্রাণী সম্পদ প্রচারের লক্ষ্যে 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস' উদযাপন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মেলা ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ঙ. বাংলাদেশের প্রধান বন্যপ্রাণী পর্যটন আকর্ষণ (যেমন: রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ) প্রচারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন: ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) ব্যবহার করা ।

চ. বন্যপ্রাণী পর্যটনের বিকাশে দেশী-বিদেশী সেমিনার/সভায় অংশগ্রহণ করা।

ছ. বন্যপ্রাণী পর্যটনের উপর টিভিসি, ডকুমেন্টারি, ব্রুশিউর, ই-নিউজলেটার ইত্যাদি প্রস্তুত ও প্রচার করা।

৮. বন্যপ্রাণী পর্যটনের জন্য কমিটি গঠন

৮.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পাশাপাশি বন্যপ্রাণী পর্যটন উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে 'জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করাঃ

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকদের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. বন বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর গভর্ণিং বডির সদস্য (সদস্য)

৯. ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি (সদস্য)

১০. বন্যপ্রাণী বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ (সদস্য)

১১. এনজিওর প্রতিনিধি যারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে (সদস্য)

১২. উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা, বিটিবি (সদস্য সচিব)

কমিটির সদস্যরা যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি তারা কমপক্ষে যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার হবেন। বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত স্থানীয় নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, স্থানীয় নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী মূল্যায়ন করবে। কমিটি বছরে অন্তত একবার বৈঠকে বসবে।

৮.২ জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

সকল জেলায় জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি বন্যপ্রাণী পর্যটন উন্নয়ন সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে :

ক. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত বন্যপ্রাণী পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলো কার্যকরী পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন।

খ. বন্যপ্রাণী পর্যটনের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য দেশের বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করা (বিঃ দ্রঃ পরিশিষ্ট-ক)।

গ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটগুলোর আশেপাশে অবস্থিত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পর্যটন সুবিধার মান নির্ধারণ করা।

ঘ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটগুলোতে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত উপযুক্ততা এবং সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা।

ঙ. পর্যটকদের তথ্যবহুল এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্যুর গাইডদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

চ. বন্যপ্রাণী পর্যটন কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ কৌশল নির্ধারণ করা।

ছ. বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং ন্যায়সঙ্গত সুবিধা বণ্টনের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।

জ. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পর্যটক সংখ্যা, স্থানীয় কর্মসংস্থানে পর্যটনের অবদান, পরিবেশের উপর প্রভাব, বাস্তবায়িত প্রচারমূলক কার্যকলাপের কার্যকারিতা, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত একটি ‘বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন’ (Annual Progress Report) তৈরি করা।

৯. বন্যপ্রাণী পর্যটনের জন্য বাজেট

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী পর্যটন বিকাশ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে ডায়লগ আয়োজন করা। APA তে বন্যপ্রাণী পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাজেট বরাদ্দ রাখা। এক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজন অনুসারে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন (যেমন: জাতীয় পর্যটন সংস্থা এবং বন বিভাগ) অনেক বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইট বিকাশে সহ-অর্থায়নের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। তদুপরি, বেসরকারি খাতগুলোকে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী পর্যটন সাইটে পর্যটন সুবিধা বিকাশ, বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। বন্যপ্রাণী পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগ

এবং প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদানের জন্য পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপও গঠন করা । এছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগ ও অর্থায়নে বন্যপ্রাণী পর্যটনের সুবিধাদি বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রচার করা।

পরিশিষ্ট ক: বন্যপ্রাণী পর্যটনের জন্য প্রাসঙ্গিক বিদ্যমান আইন এবং নীতি

বন্যপ্রাণী পর্যটন সম্প্রসারণে কৌশলগত পরিকল্পনায় বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন এবং নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন:

বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল, ২০১৬-২০৩১

জাতীয় বন নীতি, ২০১৬

জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক

বন আইন ১৯২৭

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ (আইন নং II)

জাতীয় পর্যটন নীতি, ২০১০

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭২